তারিখ ৬/১১/২০০০
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

ভোরের কাগজ

63

পাশের দেশ

বইপ্রেমী কলকাতায় বাংলাদেশ

বাংলা সাহিত্যের প্রধান কেন্দ্র বলে পরিচিত কলকাতা। কলকাতায় রয়েছে বিখ্যাত সব দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পরিচিতি পাওয়া কবি, সাহিত্যিক। এর থেকে আমাদের বাংলাদেশও কোনো অংশে পিছিয়ে নেই। আমাদের বাংলাদেশে শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী মহলে কলকাতার সব বিখ্যাত লেখকের নাম ও তাদের বই পরিচিত। এখানকার হাল আমলের অন্নদা শংকর রায়, নীরদ চন্দ্র চৌধুরী, মহাশ্বেতা দেবী, আশাপূর্ণা দেবী, অমর মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব গুহ, শংকর, নীরেন্দ্রনা চক্রবর্তী, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় থেকে শুরু করে সব লেখকদের নাম মুখে মুখে ফেরে বাংলাদেশের শিক্ষিত পাঠক মহলে। তেমনি আমাদের বাংলাদেশের লেখকরাও কম পরিচিত নন এখানকার পাঠক মহলে।

বইমেলা আসলেই দেখা যায় বাংলাদেশের বইয়ের স্টলগুলোতে উপচেপড়া ভিড়। কলকাতার পার্ক সার্কাসে অবস্থিত বাংলাদেশ তথ্যকেন্দ্র ও গ্রন্থাগারে সব সময় ভিড় লেগেই রয়েছে পাঠকদের।

বাংলাদেশের লেখকদের মধ্যে শামসুর রাহমান, সেলিনা হোসেন, হুমায়ুন আহমেদ, মুহম্মদ জাফর ইকবাল, ইমদাদুল হক মিলন, মহাদেব সাহা, নির্মলেন্দু গুন, সৈয়দ সামসুল হক, তসলিমা নাসরিনসহ আরো অনেক লেখকই বেশ পরিচিত কলকাতায়। হুমায়ুন আহমেদের বইয়ের বেশ কাটতি রয়েছে এখানে। তবে সবচেয়ে বেশি কাটতি তসলিমা নাসরিনের বইয়ের। সম্ভবত 'লজ্জা'র আনন্দ পুরস্কার প্রাপ্তির কারণে। যদিও এই পুরস্কার আরো অনেক বাংলাদেশী লেখক পেয়েছেন তবুও বিতর্কিত এবং নির্বাসিত লেখিকা বলেই তার বইয়ের কাটতি বেশি। তসলিমা নাসরিন বেশ জনপ্রিয় কলকাতায়। তা দেখা গিয়েছিল ২০০০ সালের কলকাতা বইমেলায়। কলকাতা বইমেলায় তসলিমা নাসরিন ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে মেলার সব ক্রেতারা তাকে দেখার জন্যে এবং তার বই কেনা ও অটোগ্রাফের জন্যে রীতিমতো হুলস্থুল ঘটনা ঘটিয়ে ফেলে। বাংলাদেশের লেখকদের কবিতা ও গল্প, উপন্যাস প্রায়ই দেখা যায় কলকাতার সাহিত্য পত্রিকাগুলোতে প্রকাশিত হতে। পাঠক গ্রহণ করেও বেশ সাদরে। বাংলাদেশী লেখকরা যে বেশ জনপ্রিয় কলকাতায় তা আমার দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল ১৯৯৮ সালের ৪-৬ ডিসেম্বর কলকাতায় অনুষ্ঠিত দুই বাংলার কবিতা উৎসবে। সেখানে আমার বাংলাদেশী সংগঠক হিসেবে কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছিল। তাই খুব কাছে থেকে কলকাতার পাঠকদের বাংলাদেশী লেখকদের প্রতি ভালোবাসা, ভালোলাগা দেখতে পেরেছি। বাংলাদেশের ৬৬ জন কবি ও আবৃত্তিকার এসেছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আমন্ত্রণে।

কলকাতায় বাংলাদেশী বইয়ের পর্যাপ্ত চাহিদা রয়েছে। কিন্তু এখানকার পাঠকরা চাহিদা অনুযায়ী বাংলাদেশী বই হাতে পাচ্ছেন না। কলকাতায় বাংলাদেশ থেকে বই আনার পর্যাপ্ত সুবিধা না থাকায় প্রকাশক বা বিক্রেতারা বই জোগান দিতে পারছে না পাঠকদের চাহিদা অনুযায়ী। প্রকাশকদের মতে যথেষ্ট চাহিদা থাকা সত্ত্বেও আমরা কিছুই করতে পারছি না বই আনার ব্যবস্থা ঠিকঠাক মতো না থাকায়। অনেক ঝক্কি-ঝামেলা পোহাতে হয়। তাই তারা বাংলাদেশী লেখকদের বই পৌঁছে দিতে পারছে না কলকাতার সাহিত্যপ্রেমীদের হাতে। আফসোস করেছেন অনেক প্রকাশক ও বিক্রেতা।

হাতেগোনা যায় এমন অল্প কটি দোকানে বাংলাদেশের বই পাওয়া যায়। অথচ বাংলাদেশে কলকাতার লেখকদের বই এখানকার পাঠকরা হাতে পাবার আগেই পেয়ে যায়। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। কারণ আমাদের সংস্কৃতি সাহিত্য ঠিক মতো আমাদের দেশ অন্য দেশের মানুষদের কাছে পৌঁছাতে পারছে না। ফলে আমরা অনেকটা পিছিয়ে এ ব্যাপারে।

শিলা দেবনাথ
কলকাতা থেকে